সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী

ত্রৈমাসিক বুলেটিন

২৮ আশ্বিন,১৪৩২ • ১৫ অক্টোবর,২০২৫

সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী ৯১৩৭০৯১৩৭০ 9137091370

পিছিয়ে পড়বে না কেউ, কেউ যাবে না বাদ

রাজ্যবাসীর প্রতি বার্তা

“অনুগ্রহ করে আপনার অভিযোগ বা মতামত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমাদের জানান, আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করব আপনার সমস্যা যতটা পারি সমাধান করার জন্য।”

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

প্রত্যাশা পূরণে অগ্রণী ‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’

‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’ হেল্পলাইন বাংলার মানুষকে তাঁদের অভিযোগ ও মতামত সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে জানানোর সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে মানুষের প্রত্যাশাগুলো বাস্তবে রূপ নিয়েছে দ্রুত। মানুষের অভিযোগের একটি বড় অংশ এসেছে দৈনন্দিন জীবনচর্যার মৌলিক চাহিদাগুলি থেকে। এক্ষেত্রে অভিযোগ সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে রাজ্যের সরকারি দপ্তরগুলি। এই প্রতিবেদনে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রের কয়েকটি বেছে নেওয়া অভিযোগ এবং সেই অভিযোগ নিরসনের রূপরেখা।

জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযোগ, দ্রুত নিষ্পত্তি

৬ মে ২০২৫, চন্দ্রকোনা রোড : সাতবাঁকুড়া গ্রামের দোলন হাজরা কর একজন কবি ও বাচিক শিল্পী। গত বছর দুর্গাপূজার সময় মহাষষ্ঠীর দিন তিনি বাড়ি তালাবন্ধ করে প্রতিমা দর্শনে বেরিয়েছিলেন। ভাবেননি আনন্দমুখর দিনটি এত তাড়াতাড়ি দুঃস্বপ্নে পর্যবসিত হবে। বাড়ি থেকে বেরোনোর কিছু সময়ের মধ্যে কয়েকজন দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢুকে নগদ টাকা, সোনা-রূপো নিয়ে চম্পট দিল। দোলনদেবী থানায় অভিযোগ করলেন। থানা তদন্ত শুরু করে কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ধরলেও চুরি যাওয়া সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গেল না। কয়েকদিন পর মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সফরে এলে দোলনদেবী তাঁর সমস্যা চিঠিতে লিখে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগপত্রটি পাঠানো হয়। শীঘ্রই পুলিশি তদন্তে একের পর এক অভিযুক্ত ধরা পড়ে। চুরি যাওয়া কিছু সামগ্রীও উদ্ধার হয়। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে চার্জশিট জমা করে।

‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’র হস্তক্ষেপ নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি ধানের বীজ তদন্তে সুরাহা

১৬ ডিসেম্বর ২০২৪, শীতলকুচি : রবি মরসুমে ধান চাষের প্রস্তুতি তখন পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। বীজতলা তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে। ছোটশালবাড়ি গ্রামের প্রলয় প্রামাণিক প্রতিবারের মতো জনৈক বীজ বিক্রেতার কাছ থেকে বোরো হাইব্রিড ধানের বীজ কিনলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন, বিক্রেতা নির্ধারিত সর্বাধিক বিক্রয়মূল্যের থেকেও বেশি দাম নিচ্ছেন। তিনি প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু ফল হল না। বাধ্য হয়ে তখন প্রলয়বাবু ‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’ হেল্পলাইনে অভিযোগ জানালেন। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে অভিযোগটি কৃষি দপ্তরে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল। কৃষি দপ্তর স্থানীয় অফিসের মাধ্যমে তদন্ত করে জানতে পারল, সেই সময় দুটি হাইব্রিড ধানের বীজের অত্যধিক চাহিদা থাকায় একাধিক বীজ বিক্রেতা প্রলয়বাবু সহ কয়েকজন কৃষকের কাছ থেকে অসাধু উপায়ে অতিরিক্ত দাম নিয়েছেন। কৃষি দপ্তর অনুসন্ধান শেষে যথোপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

অসহায় পরিবারের সহায় 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'

৯ মে, ২০২৫, আউশগ্রাম : বিল্বগ্রামের বাসিন্দা অধীর শ্যাম শারীরিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি। বাড়িতে বৃদ্ধা মা ও স্নায়ু রোগে আক্রান্ত দিদি। পরিবারে উপার্জন করার কেউ নেই। অথচ শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে অন্য উপায়ে উপার্জন করবেন, সেই পথও খোলা নেই। দুবেলা খাবারের যোগানের জন্য রেশনের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল পরিবারটি। পরিবারের তিন জনের রেশন কার্ড ছিল। ওই কার্ডে যতটা রেশন এতদিন পেয়ে এসেছেন,পরিবারের প্রয়োজনের তুলনায় সেইটুকু পর্যাপ্ত ছিল না। অধীরবাবু ভাবলেন যদি তাঁর রেশন কার্ডের চরিত্র আলাদা হত, তবে খানিকটা সুরাহা হত। এইসব ভেবে তিনি 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' হেল্পলাইনে ফোন করলেন। শীঘ্রই অধীরবাবুর অভিযোগটি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে খাদ্য দপ্তরে পাঠানো হল। খাদ্যদপ্তর অনুসন্ধান করে জানল অধীরবাবুর পরিবার সত্যই অন্ত্যোদয় কার্ডের যোগ্য। এই যোগ্যতার নিরিখেই দ্রুত অধীরবাবুকে অন্ত্যোদয় কার্ডের ব্যবস্থা করে দিল খাদ্যদপ্তর। বর্তমানে বর্ধিত হারেই রেশন পাচ্ছেন অধীর বাবু এবং তাঁর পরিবার।

অসংগঠিত শ্রমিকের মৃত্যু পরিবার পেল আর্থিক সহায়তা

২৪ এপ্রিল, ২০২৪, ময়না : পরমানন্দপুর গ্রামের তুলসি বেরা দুপুর বেলায় নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। খেয়াল করেন নি পাশে বিদ্যুতের খোলা সংযোগবাক্স। দুর্ভাগ্য, তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন। তুলসি দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার আর্থিক দুর্দশায় পড়ল। তুলসি দেবী শ্রম দপ্তরের সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় নথিভুক্ত উপভোক্তা ছিলেন, তাই মৃত্যুর পর তুলসি দেবীর স্বামী সুদর্শন বেরা দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যুজনিত আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হল কিন্তু ক্ষতিপূরণের দুই লক্ষ টাকা পরিবারটি পেল না। সুদর্শনবাবু তখন 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' হেল্পলাইনে অভিযোগ করলেন। অভিযোগটি শ্রম দপ্তরে পৌছলে অনুসন্ধান করে জানা গেল নথি সংক্রান্ত অসুবিধার কারণে সুদর্শনবাবুর আর্থিক সহায়তা পেতে বিলম্ব হচ্ছে। এরপর তমলুক সহকারী শ্রম কমিশনারের অফিসের তৎপরতায় পরিবারটি কয়েকদিনের মধ্যে প্রাপ্য সহায়তা পেয়ে গেল।

সাবমার্সিবল পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ মিটল সেচের সমস্যা

১২ মার্চ, ২০২৫, ইন্দাস : জয়ন্ত রায় মঙ্গলপুর গ্রামের সম্পন্ন কৃষক। চাষই জয়ন্তবাবুর প্রধান জীবিকা। কিন্তু জমিতে জলসেচ ছাড়া সারা বছর চাষ সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে সাবমার্সিবল পাম্পই একমাত্র উপায়। এই কারণে জয়ন্তবাবু সাবমার্সিবল পাম্প কিনে নিজের জমিতে বসালেন আর বিদ্যুতের সংযোগের জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরে আবেদন করলেন। বেশ কয়েক দিন অতিবাহিত হল কিন্তু জয়ন্তবাবুর বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে সময় লাগছিল।

বিদ্যুতের অভাবে জলসেচ না হওয়ায় চাষের কাজে অসুবিধা দেখা দিল। উপায়ান্তর না দেখে জয়ন্তবাবু 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' হেল্পলাইনে ফোন করে অভিযোগ জানালেন। অভিযোগটি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বিদ্যুৎ দপ্তরে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল। কিছুদিনের মধ্যেই বসল বিদ্যুতের খুঁটি। জয়ন্তবাবু সাবমার্সিবল পাম্পের জন্য পেলেন প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সংযোগ।

একটি ফোনে সচল হল স্কুটার

২৩ এপ্রিল, ২০২৫, হাঁসখালি : ময়ূরহাটের রাজু বিশ্বাস একজন পরিবেশ সচেতন মানুষ। তাই পেট্রোল বা ডিজেল চালিত স্কুটার না কিনে কৃষ্ণনগরের একটি দোকান থেকে তিনি ইলেকট্রিক স্কুটার কিনলেন। অনেকে বারণ করলেও রাজুবাবু তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। কিন্তু বছর ঘোরার আগেই একদিন স্কুটার সচল করতে গিয়ে দেখলেন স্কুটার চালু হচ্ছে না। দোকানে গিয়ে জানতে পারলেন ব্যাটারি খারাপ হয়ে গেছে। দোকান থেকে বলা হল খারাপ ব্যাটারিটা জমা রাখতে, তাঁকে নতুন ব্যাটারি দেওয়া হবে। এরপর সাত মাস পেরিয়ে গেল, অসংখ্যবার দোকানে যোগাযোগ করলেন কিন্তু দোকান থেকে ব্যাটারি বদলে দিল না। ক্ষোভে হতাশায় রাজুবাবু 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' হেল্পলাইনে ফোন করলেন। অভিযোগটি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর ঘুরে পৌঁছল ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে। নদীয়া জেলা অফিসের উদ্যোগে ওই গাড়ির দোকান খুব দ্রুত রাজুবাবুকে তার স্কুটারের ব্যাটারি পাল্টে দিল। রাজুবাবু মানসিক শান্তি ফিরে পেলেন।

জীবনের গান আত্মমর্যাদায় ঋদ্ধ হলেন বাউল

২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩, রামপুরহাট : সাহাপুর গ্রামের বাসিন্দা কানাই মণ্ডল (দাস) জন্মান্ধ শিল্পী। দীর্ঘদিন ধরে তারাপীঠ মহাশ্মশানে বাউল গান গেয়ে মাধুকরী করতেন তিনি। পরিচিত মানুষজনের মধ্যে জনপ্রিয় হলেও সরকারি সুবিধা পাননি কখনও। এদিকে বয়স বাড়ছে। শারীরিক ক্ষমতা কমে আসছে। মাধুকরী করে অন্নের সংস্থান অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে শিল্পী মানুষটিকে। সংকট প্রকটতর হলে কানাই বাবু 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' হেল্পলাইনে ফোন করে লোক প্রসার প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আবেদন জানালেন। আবেদনটি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে দ্রুত তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে প্রেরিত হল। প্রথাগত প্রক্রিয়া অনুসারে অডিশনের মাধ্যমে তাঁর শিল্পীসত্তার মূল্যায়ন হল। কানাইবাবু লোক প্রসার প্রকল্পে বাউল শিল্পী হিসেবে নথিভুক্ত হলেন। বর্তমানে কানাই বাবু নিয়মিত মাসিক ভাতা পাচ্ছেন, বিভিন্ন সরকারি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন। জীবনের সায়াহ্নে এই সরকারি সুবিধা তাঁকে আর্থিক সুরক্ষাই দেয়নি, দিয়েছে আত্মমর্যাদার স্বীকৃতি।

সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড

২১ জুন, ২০২৪, তেহট্ট : শরিফুল মন্ডল পেশায় ব্যবসায়ী। সাহেবনগরে তাঁর ছোটো মিষ্টির দোকান। অনেকদিন ধরে ইচ্ছা দোকান বড় করবেন। কিন্তু অর্থের অভাব, তাই সাধ অপূর্ণ থেকে যাচ্ছিল। এই সময় তিনি ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের কথা জানতে পারলেন। আবেদন করলেন সাথে সাথে, ক্রেডিট কার্ডও হাতে এসে গেল অল্প সময়ের মধ্যে। শরিফুল এবার ব্যাঙ্কে ঋণের জন্য আবেদন করলেন। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ অনুমোদিত হল। কিন্তু ঋণের অর্থ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকছিল না। শরিফুল কয়েকবার ব্যাঙ্কে গেলেন কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না। এদিকে দোকান বড়ো করার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন তখনও সযত্নে অন্তরে লালিত হয়ে চলছিল। উপায় না পেয়ে শরিফুল 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' হেল্পলাইনে ফোন করে অভিযোগ জানালেন। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের হস্তক্ষেপে স্বল্প সময়ের মধ্যেই মুশকিল আসান হল। শরিফুলের অ্যাকাউন্টে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ এবং ভর্তুকি দুই-ই ঢুকে গেল।

শংসাপত্র পেয়ে নিশ্চিন্ত হল ছাত্র

১০ জুলাই, ২০২৪, আমতা : সংকেত সাউ মেধাবী ছাত্র। ছোটবেলা থেকেই তাঁর স্বপ্ন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। সেই লক্ষ্যে সফল হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসার প্রস্তুতি নিলেন। পরিবার অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল হওয়ায় সিদ্ধান্ত হল সংকেত অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত (EWS) আসনে পরীক্ষায় বসবেন। এই অবস্থায় দরকার EWS শংসাপত্র। তাই সংকেত বিডিও অফিসে আবেদন করলেন। কিন্তু শংসাপত্র পেতে বেশ খানিকটা সময় লেগে যাচ্ছিল। এদিকে পরীক্ষার ফর্ম পূরণের দিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে সংকেতের বাবা সুজিতবাবু 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' হেল্পলাইনে ফোন করে অভিযোগ জানালেন। অভিযোগটি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গেলে সংকেত তাঁর প্রয়োজনীয় শংসাপত্র দ্রুত পেয়ে গেলেন। এখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন করলেন।

অভিমত

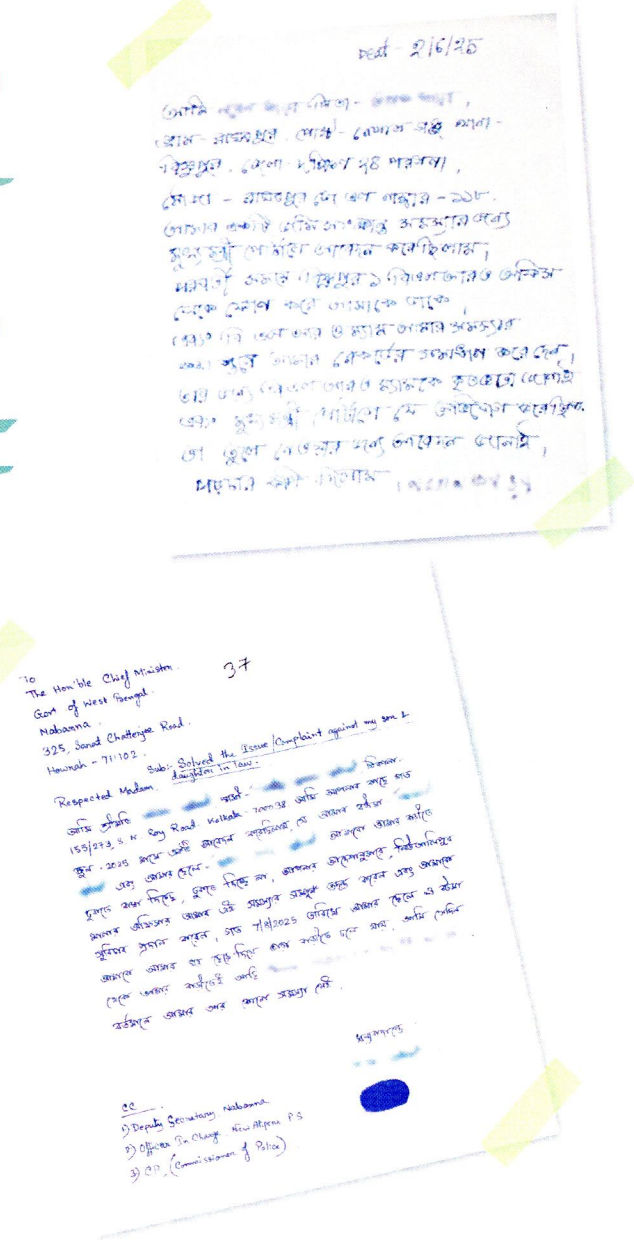

রেল স্টেশন থেকে হারানো মোবাইল ফিরে পেলেন নিত্যযাত্রী

৩ জুন, ২০২৪, রাজপুর-সোনারপুর: শহরতলীর সকাল বেলার লোকাল ট্রেন। কাজের দিনে নিত্যযাত্রীদের ভিড়ে সরগরম। শুভ্রাংশুবাবুও প্রতিদিনের মতো কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে হাঁটছেন। হঠাৎ দেখলেন পকেট থেকে মোবাইল ফোনটি উধাও। হয়রান হয়ে ঐ ব্যস্ত প্ল্যাটফর্মের মধ্যেই ফোন খুঁজতে শুরু করলেন, কিন্তু মোবাইল ফোন খুঁজে পেলেন না। মোবাইল ফোনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সযত্নে সঞ্চিত ছিল। স্বভাবতই মোবাইল ফোন হারিয়ে শুভ্রাংশুবাবু সমস্যায় পড়ে গেলেন। সমাধানের আশায় শিয়ালদহ জি.আর.পি তে অভিযোগ জানালেন। কিছুদিন অতিবাহিত হল কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না। উদ্বিগ্ন হয়ে শুভ্রাংশুবাবু 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' হেল্পলাইনে ফোন করে অভিযোগ জানালেন। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে অভিযোগটি শিয়ালদহ রেলওয়ে পুলিশ সুপারের দপ্তরে পাঠানো হল। পুলিশ তদন্ত করে অল্পদিনের মধ্যেই মোবাইলটি উদ্ধার করে শুভ্রাংশুবাবুর হাতে তুলে দিল।

বিশদে জানতে কিউ আর কোড স্ক্যান করুন